খালেদা জিয়ার সময় কাটছে যেভাবে

দুই বছরের বেশি সময় ধরে কারাবন্দি থাকার পর মানবিক কারণে দণ্ড স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে ৬ মাসের জন্য মুক্তির তিন মাস পেরিয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার। গত ২৫ মার্চ থেকে গুলশানের বাসা ফিরোজায় আছেন তিনি।

বিএনপি চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক টিমের অন্যতম প্রফেসর ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘ওনার স্বাস্থ্যের অবস্থা স্থিতিশীল। উন্নতি হয়নি আবার অবনতিও হয়নি। পূর্ণ সুস্থতার জন্য দীর্ঘ সময় লাগবে। আধুনিক চিকিৎসারও প্রয়োজন হবে। বাসায় থেকে সেটি সম্ভব হচ্ছে না।’ ৭৫ বছর বয়সি খালেদা জিয়া রিউম্যাটয়েড আথ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, চোখ ও দাঁতের সমস্যায় ভুগছেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, করোনা পরিস্থিতির কারণে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে পারছেন না তিনি। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সরকারের কাছে অনুমতি চাইবেন চিকিত্সা নিতে বিদেশে যাওয়ার জন্য। লন্ডনে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এদিকে করোনার মধ্যে আত্মীয়দের সান্নিধ্যে সময় কাটছে খালেদা জিয়ার। প্রায় প্রতিদিনই বিকেল বা সন্ধ্যায় ফিরোজায় যান বোন সেলিমা ইসলাম, ভাই শামীম এস্কান্দার ও তার স্ত্রী কানিজ ফাতেমা। মাঝেমধ্যে যান ভাতিজা শাফিন এস্কান্দার ও তার স্ত্রী অরনী এস্কান্দার, ভাতিজা অভিক এস্কান্দার ও ভাগ্নে শাহরিয়া হক। এ ছাড়া তার সময় কাটে নামাজ-এবাদত, পত্র-পত্রিকা পড়ে ও টিভি দেখে। খালেদা জিয়া নিয়মিত ফোনে লন্ডনে তার বড় ছেলে তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলেন। কুশল বিনিময় করেন পুত্রবধূ ডা. জোবাইদা রহমান ও নাতনি জাইমা রহমানের সঙ্গে। ছোট ছেলে মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গেও প্রতিদিন কথা বলেন বেগম জিয়া। প্রয়োজন মতো দলের নেতাদের সঙ্গেও কথা বলছেন।

জানা গেছে, ২৫ সেপ্টেম্বর তার মুক্তির সময়সীমা ৬ মাস শেষ হওয়ার আগেই মেয়াদ বৃদ্ধি এবং দণ্ডাদেশ বাতিলের আবেদন করা হতে পারে।

সূত্র- ইত্তেফাক

দামুড়হুদায় একজন করোনা রোগী এবং তার প্রতিবেশীর প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ

দামুড়হুদার জয়রামপুর গ্রামের জনৈক ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিকে শারিরীক কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছেন অপরদিকে, তার প্রতিবেশীর অমানবিক আচরণে প্রতিনিয়ত অসহায় এবং শংকার মধ্যে রয়েছে তার পুরো পরিবার।

এমনকি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হলেও তার পুরো পরিবার ঘর হতে বের হতে না পারার কারণে খাদ্য সংকটেরও সম্মুখীন। সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি প্রতিবেশীরা।

শুক্রবার ৩ জুলাই উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের চাল, ডাল, ডিম, তেলসহ যাবতীয় খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়।

এসময় দেখা যায় সমাজের দ্বিমুখী চিত্র। যে প্রতিবেশীরা করোনা রোগীকে নিদারুণ ঘৃণা করছে, মানসিক নির্যাতন করছে, সেই মানুষগুলি-ই নিজেরাই মানছে না স্বাস্হ্য বিধি। আজ সেই অমানবিক ব্যক্তিদের বলা হয়েছে করোনা আক্রান্ত পরিবারের সাথে মানবিক আচরণ করতে হবে। অন্যথায়, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্হা নেওয়া হবে।

আসুন আমরা নিজে সচেতন হই। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত করার চিন্তা না করে তাদের প্রতি মানবিক আচরণ প্রদর্শন করি।

সর্দি-কাশির সমস্যায় কখন

অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া জরুরি?

করোনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন গরমও বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে রোগ-বালাইও। করোনা ছাড়াও এখন মানুষজন সাধারণ ফ্লুতে আক্রান্ত হচ্ছে। নাক দিয়ে পানি ঝরা, জ্বর জ্বর ভাব, টানা কাশি হওয়া, গলাব্যথা ইত্যাদি সমস্যাগুলো দেখা যাচ্ছে বেশি বেশি। সর্দি-কাশি বেশ অস্বস্তিকর সমস্যা। অনেকেই এর থেকে দ্রুত রেহাই পেতে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া শুরু করে দেন। তবে অবশ্যই জানতে হবে, সর্দি-কাশি হলেই কি অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে বা কখন খাওয়া জরুরি?

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ইউএস পিপলস হসপিটালের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান ডা. মাওলানা মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। চলুন জেনে নেয়া যাক সেই সম্পর্কে-

তিনি বলেন, সারা বিশ্বেই অ্যান্টিবায়োটিক পরে দেয়া হয়। খুব প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা হয়। না হলে সেগুলো রেজিসটেন্ট হয়ে যায়। সবক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া যায় না। দেয়া উচিতও নয়। সাধারণ সর্দি-কাশি আপনা থেকেই ভালো হয়ে যায়। যদি দীর্ঘদিন সমস্যা থাকে, জ্বর থাকে, অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। ভাইরাসের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো ভূমিকা নেই।

সূত্র: প্রিয়.কম

মেহেরপুরে নতুন করে ৪ জনের করোনা পজিটিভ

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদরে ৩ জন ও গাংনীতে ১ জন। এ নিয়ে জেলায় ৯১ জন করোনায় আক্রান্ত হলেন।

এর মধ্যে ৩৩ জন সুস্থ হয়েছেন, ৫ জন মারা গেছেন। ৮ জন রেফার্ড করা হয়েছে।

আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়ার আয়ুব আলী (২৮), মিশন স্কুল পাড়ার আবু বক্কর তেলা (৫৬), শ্যামপুর কলোনি পাড়ার জহুরা (৭০) । বাকি একজন হলেন গাংনী পশু হাসপাল এলাকার বাসিন্দা ফারহানা সুলতানা (৪৭)।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে ২৪ টি রিপোর্ট এসেছে। এর মধ্যে ৪টি পজিটিভ, বাকিগুলো নেগেটিভ।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ১৯১২ টি।

মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে ৪৫ (সদর-২৭, গাংনী-১৫, মুজিবনগর-৩) জন।

নারীদেহে প্রাণ সৃষ্টির জটিল রহস্য

নারী-পুরুষের শারীরিক মিলনের ফলে গর্ভধারণের প্রক্রিয়া বেশ জটিল। ডিম্বাশয়ের মধ্যে শুক্রাণুর গতিবিধির ওপর ভ্রূণ সৃষ্টির সম্ভাবনা নির্ভর করে। সেই পরিবেশে শুক্রাণুর পক্ষেও অস্তিত্বের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া কঠিন। শুক্রাণুগুলোকে যেন ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নিতে হয়। এত ভিড় পেছনে ফেলে বেরিয়ে যেতে চায় সেগুলো। অবশেষে সেটা সম্ভব হয়। শুক্রাণুর জন্য যা ২০ সেন্টিমিটার, মানুষের কাছে তা প্রায় ৫০০ কিলোমিটারের সমান।

সেখানে আসলে কী ঘটে? যোনির মধ্যেই অনেক শুক্রাণুর মৃত্যু ঘটে। সেখানকার অম্লভরা পরিবেশ এমনিতেই প্রতিকূল। তার ওপর নারীর প্রতিরোধী কোষ ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত ইচ্ছাকৃতভাবে না হলেও শুক্রাণু মেরে ফেলে। তবে সৌভাগ্যবশত তরল হিসেবে বীর্য মজবুত ও আঠালো। শুক্রাণু যখন বেঁচে থাকার সংগ্রামে

ব্যস্ত থাকে, তখন ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে ধীরে ধীরে ডিম্বাণু এগিয়ে আসে।

মিলনের চূড়ান্ত মুহূর্তে যোনি, জরায়ু ও গলদেশের মধ্যে এক নির্দিষ্ট ছন্দ সৃষ্টি হয়। এভাবে জরায়ু শুক্রাণু শুষে নিতে পারে। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সেটা ঘটে। সৌভাগ্যবশত আউটবোর্ড মোটর কাজ করছে। নির্গত পদার্থ আরো পাতলা হয়ে যাবার ফলে শুক্রাণু আরো চটপটে হয়ে ওঠে। টার্বো থ্রিডি প্রপেলার ও মাথা নাড়ার বিশেষ কায়দার ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। জরায়ুর প্রাচীরকে ভিত্তি করে শুক্রাণু নিজস্ব গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। যৌথ উদ্যোগে সেই কাজে আরো গতি আসে।

এবার ডান দিকে না বামে যেতে হবে? সঠিক ফ্যালোপিয়ান টিউব চেনার কৌশল যে কী, তা আজও জানা যায়নি। ডানে-বামে-ডানে খোঁজ চালাতে হয়। ফ্যালোপিয়ান টিউবের প্রাচীরে সূক্ষ্ম রোম রয়েছে, যা ডিম বহন করে। সেটির তরল স্রোত শুক্রাণুর দিকে ধেয়ে যায়। গতিপথ সব সময়ে স্রোতের দিকে মুখ করে থাকে। অনেক শুক্রাণু ফ্যালোপিয়ান টিউবের খাঁজে হারিয়ে যায়। তবে গন্তব্যে পৌঁছানোর ঠিক আগে ডিম দিশা পেতে সাহায্য করে।

সেটি প্রস্টাগ্ল্যানডিন নিঃসরণ করে। শুক্রাণু সেই রাসায়নিক ট্র্যাক বা গতিপথ অনুসরণ করে। এবার সেটা দেখা যাচ্ছে। তাই এনজাইম প্রস্তুত রাখতে হবে। ডিমের খোসার ওপর শর্করার অণুর এক স্তর রয়েছে। সেখানেই শুক্রাণু সংযুক্ত হয়। সেই জাদুময় মুহূর্ত, যখন প্রথম শুক্রাণু প্রবেশ করে, তখন তার লেজ খসে যায়। হুবহু সেই মুহূর্তে ডিম্বাণু তার ‘ডকিং’ আবরণ বন্ধ করে দেয়। তখন বাকি শুক্রাণু পিছলে বেরিয়ে যায়।—তথ্যসূত্র: ডয়চেভেলে

লবণপানি দিয়ে করোনা চিকিৎসা

করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে আধুনিক চিকিৎসার বাইরে অনেকেই দাবি করছেন ঘরোয়া নানা কৌশলে সুস্থ হয়ে উঠেছেন তারা। করোনা ভাইরাস নিয়ে জনমনে আতঙ্ক যত বাড়ছে এই ধরনের নানা চিকিৎসা পদ্ধতির কথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বদৌলতে তত বেশি ছড়িয়ে পড়ছে। লবণ

পানি দিয়ে গাল গরালেও করোনা ভাইরাস নির্মূল করা সম্ভব—এমন দাবিও করছেন করোনা ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীদের কেউ কেউ। তবে বিষয়টিকে এবার পরীক্ষার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করছেন ব্রিটেনের এক দল গবেষক। লবণ পানি করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকরী কি না তা নিয়ে গবেষণা করছেন ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গের বিশেষজ্ঞরা।

গবেষকরা বলছেন, লবণ পানি দিয়ে গাল গরাল করলে ঠান্ডা-কাশির লক্ষণ থাকলে ভালো কাজ করে। শরীর আরো বেশি খারাপ হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে লবণ পানি দিয়ে গাল গরাল পদ্ধতি। তবে এখন তারা দেখার চেষ্টা করছেন, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এবং মৃদু লক্ষণ থাকা রোগীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ঠিকমতো কাজ করে কি না। এ লক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গের বিশেষজ্ঞরা এই গবেষণার জন্য কিছু মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করছেন। লবণ পানি দিয়ে গাল গরাল করলে তা শরীরের ভাইরাস প্রতিরোধী ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে কি না মূলত সেটাই দেখতে চান তারা।

করোনা ভাইরাসের সঠিক চিকিতৎসা পদ্ধতিতে এখনো অনেকটা অন্ধকারে রয়েছেন বিজ্ঞানীরা। যাদের অবস্থা অনেক বেশি খারাপ হয়ে যাচ্ছে যাদের জন্য কিছু দিন আগে স্টেরয়েডধর্মী ডেক্সামেথাসন প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়ার কথা বলেছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। এছাড়া ইবোলা থেকে বাঁচতে ব্যবহৃত ওষুধ রেমডিসিভির ব্যবহারের কথাও বলছেন।

এই বাইরে মৃদু লক্ষণ থাকা রোগীদের জন্য উপসর্গ ভিত্তিক কিছু ওষুধ ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিতৎকরা। তাই করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখতে পারে এমন সব পদ্ধতির দিকেই মনোযোগ দিচ্ছেন গবেষকরা। মূলত গত বছর ইএলভিআইএস ট্রায়ালে ঠান্ডা-কাশির ক্ষেত্রে লবণ পানি দিয়ে গাল গরাল করার ফলাফল ইতিবাচক হওয়ার কারণেই এখন তারা করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রেও কোনো ভালো খবর পাওয়া যায় কি না সেটা নিয়ে এই গবেষণা করছেন।

ফুসফুসকেন্দ্রিক সমস্যার কারণে সাধারণত ঠান্ডা, কাশির মতো লক্ষণ দেখা দেয়। আর করোনা ভাইরাস যেহেতু ফুসফুসের ওপর আক্রমণ করে এবং লবণ পানি ঠান্ডা-কাশির ক্ষেত্রে ভালো ফলাফল দিয়েছে। এ কারণেই এখন তারা এর মধ্যে কোনো যোগসূত্র পাওয়া যায় কি না সেটা জানতে এই গবেষণা করছেন। এডিনবার্গের এই গবেষকরা মনে করেন, লবণ পানি দিয়ে গাল গরাল করলে তা শরীরকে প্রাকৃতিক উপায়ে ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শক্তি যোগায়। তাদের মতে, লবণে হয়তো টক্সিক প্রভাব রয়েছে যা ভাইরাসের বিরুদ্ধেও কাজ করতে পারে।

এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উশার ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক আজিজ শেখ বলেন, আমরা এখন লবণ পানি দিয়ে গাল গরালের সঙ্গে করোনা ভাইরাসের কোনো সম্পর্ক আছে কি না তা জানার চেষ্টা করছি। এর জন্য করোনা পজিটিভ রোগী এবং সন্দেহজনক করোনা রোগীদের ওপর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখা হবে। যদি এটি কার্যকরী প্রমাণিত হয় তাহলে তা করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি সহজ ও ভালো উপায় হবে।-ডেইলি মেইল

সূত্র- ইত্তেফাক

চুয়াডাঙ্গায় নতুন আটজনের করোনা শনাক্ত

গত ২৪ চুয়াডাঙ্গায় নতুন করে আটজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা হলো ২৩৭।
চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, আক্রান্তদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুরের দু্ইজন ও বাসষ্ট্যান্ড পাড়ার একজন এবং দামুড়হুদা দশমী পাড়ার দুইজন জন রয়েছে।
এছাড়া, চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার পাসপোর্ট অফিসের একজন, বিদ্যুৎ অফিসের একজন ও পুলিশ লাইনের একজন ।এদের মধ্যে ছয়জন পুরুষ ও দুইজন মহিলা রয়েছে।

আপডেট:: মেহেরপুরে একই পরিবারের ৬জনসহ আক্রান্ত ৭

মেহেরপুরে নতুন করে গত ২৪ ঘন্টায় আরো ৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সবগুলোই মেহেরপুর পৌর শহরের। আক্রান্ত ৭ জনের মধ্যে

একই পরিবারের ৬জন। এনিয়ে জেলায় ৮৭ জন করোনায় আক্রান্ত হলেন। এর মধ্যে ৩৩ জন সুস্থ হয়েছেন, ৫ জন মারা গেছেন। ৮ জন রেফার্ড করা হয়েছে।

আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর শহরের নীলমনি হলপাড়ার ফরহাদুল রেজা। তিনি জীবননগর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা। তার পরিবারের আরো ৫জন । তারা হলেন বুলবুল (২৬), বাঁধন (২১), হীরা (৩৮), তাসিন (৮), আরিছা (১৩)। বাকি একজন হলেন পুরাতন আক্রান্ত তানিয়ার বোন মন্ডলপাড়ার জান্নাতুল।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯টি রিপোর্ট এসেছে। এর মধ্যে ৭টি পজিটিভ, বাকিগুলো নেগেটিভ।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ১৮৮৮টি।

মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে ৪১ (সদর-২৪, গাংনী-১৪, মুজিবনগর-৩) জন।

মেহেরপুরে নতুন ৭ জন করোনা পজিটিভ

মেহেরপুরে নতুন করে গত ২৪ ঘন্টায় আরো ৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সবগুলোই মেহেরপুর পৌর শহরের। আক্রান্ত ৭ জনের মধ্যে একই পরিবারের ৬জন। এনিয়ে জেলায় ৮৭ জন করোনায় আক্রান্ত হলেন। এর মধ্যে ৩৩ জন সুস্থ হয়েছেন, ৫ জন মারা গেছেন। ৮ জন রেফার্ড করা হয়েছে।

আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর শহরের নীলমনি হলপাড়ার ফরহাদুল রেজা। তিনি জীবননগর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা। তার পরিবারের আরো ৫জন । তারা হলেন বুলবুল (২৬), বাঁধন (২১), হীরা (৩৮), তাসিন (৮), আরিছা (১৩)। বাকি একজন হলেন পুরাতন আক্রান্ত তানিয়ার বোন

মন্ডলপাড়ার জান্নাতুল।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯টি রিপোর্ট এসেছে। এর মধ্যে ৭টি পজিটিভ, বাকিগুলো নেগেটিভ।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ১৮৮৮টি।

মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে ৪১ (সদর-২৪, গাংনী-১৪, মুজিবনগর-৩) জন।

করোনা পরীক্ষার ফি যেভাবে নেয়া হবে

করোনাভাইরাস পরীক্ষায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ইউজার ফির হার নির্ধারণ করে একটি পরিপত্র জারি করেছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে এক অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক(প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা বলেন, বুথে থেকে নমুনা সংগৃহীতদের পরীক্ষার ফি ২০০ টাকা, বাসা থেকে সংগৃহীত ৫০০ টাকা ও হাসপাতালে ভর্তি রোগীর পরীক্ষায় ২০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে শর্তের কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, চিকিৎসা সুবিধা বিধিমালা ১৯৭৪-এর আওতায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সব সুযোগ-সুবিধা বহাল থাকবে।

‘মুক্তিযোদ্ধ, দরিদ্র ও নিঃস্বদের রোগ নির্ণয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারি আদেশ বহাল থাকবে। সব সরকারি হাসপাতালের ক্ষেত্রে উল্লেখিত হারে ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই আদেশ কার্যকর করা হচ্ছে।’

তিনি বলেন, তবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে তারা বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা পরীক্ষাগার বা যারা পরীক্ষা করছেন তারা বাসায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করলে এক হাজার টাকা এবং পরীক্ষার ফি সাড়ে তিন হাজার টাকা নেবেন।

‘বাসায় নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার ফি একসঙ্গে করলে সাড়ে চার হাজার টাকা। হাসপাতাল বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নমুনা দিলে এই পরীক্ষার ফি কেবল সাড়ে তিন হাজার টাকা।’

তিনি বলেন, যে স্থানে নমুনা সংগ্রহ করা হবে, সেই স্থানেই এই সরকারি ফি ক্যাশ ম্যামোর মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে এবং পরিপত্রে সরকারি কোষাগারের যে নম্বর দেয়া আছে, সেখানে জমা হবে। অ্যাপ তৈরি হলে সেটির মাধ্যমেই তা সরকারি কোষাগারে জমা হবে বলে নাসিমা সুলতানা জানান।